মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনে ব্রতী হন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তোলেন। বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের পশ্চাৎমুখী যাত্রা। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র একাত্তর পূর্ববর্তী অবস্থায় নিয়ে যায় প্রিয় স্বদেশকে। ১৯৯৬ এ বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তির কাণ্ডারী হন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দেশকে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেন। অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেন। সমাজে শান্তি ফিরে আসে। জনগণ নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়।

২০০১ সালের ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপি-জামাত জোট সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর অবর্ণনীয় হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও চালায়। দেশ আবার আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। জেএমবি, হিজবুত তাহরীর মতো নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে তাদের অপতৎপরতা চালাতে শুরু করে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট ৬৩ জেলায় একই সময়ে প্রায় ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। সিলেট, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি, ময়মনসিংহসহ দেশব্যাপী বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে। উত্তরাঞ্চলে বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। বিএনপি যুদ্ধাপরাধী-স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা পতাকা তুলে দেয়। ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়। জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতি, মানি-লন্ডারিং, হত্যা ও দুঃশাসনের সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিকেও পঙ্গু করে। বিদেশে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন করে। ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভুয়া ভোটার তৈরী করে প্রহসনের নির্বাচন করতে চেয়েছিল। জনগণ তাদেরকে সেই অপকর্ম করতে দেয়নি।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে বিএনপি-জামাতের দুঃশাসনের চরম জবাব দেয়। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই জনগণের নিকট নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ শুরু করেন। তিন মাসের মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসেন। বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব সফলভাবে মোকাবেলা করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস করতে সমর্থ হন। জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করেন।

সরকার বিগত পৌনে পাঁচ বছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, শিক্ষার হার ও মান উন্নয়ন, শিশু ও নারীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, সড়ক, রেল, নৌ-যোগাযোগ ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষির বিকাশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রূপকল্পে দেয়া লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। প্রধান প্রধান অর্জনগুলো তুলে ধরা হলো।